তরুণ-তরুণীদের জন্য দৈনিক শক্তি

সংযুক্ত থাকা

Bijoy Ministries

প্রিয় বন্ধু

সংযুক্ত থাকা ডিভোশনে তোমাকে স্বাগতম। এই ছয়টি ডিভোশনের উদ্দেশ্য হল **যেন তুমি তোমার প্রতিদিনের জীবনে যীশুর সাথে যুক্ত থাকার মাধ্যমে বেড়ে উঠতে পারো।** আমরা আশা করি অধ্যয়ন করার মাধ্যমে *ঈশ্বর* তোমার জীবনে ও তোমার পরিবারে আশীর্বাদ নিয়ে আসবে।

এটি ঠিক যে "যীশুকে ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারি না।" আমরা নিজেরা চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু সকল কিছুর উৎস যীশু। আমরা যখন নিজে নিজে চেষ্টা করি, তখন প্রাথমিক ভাবে আমাদের পদক্ষেপগুলি সঠিক দিকে যাচ্ছে বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আমরা যদি যীশুর সাথে যুক্ত না থাকি এবং আমাদের কাজ ও সিদ্ধান্তে তাকে যুক্ত না করি তবে আমরা সহজেই ব্যর্থ হতে পারি।

এখানে আমরা শিখবো কীভাবে যীশু একজন আসল আঙ্গুর গাছ এবং কীভাবে আমরা তার শাখা-প্রশাখা। পাশাপাশি আমরা শিখব কীভাবে আমরা আমাদের ফল বৃদ্ধির জন্য মালীর (ঈশ্বরের) "ছাঁটাই" এর মধ্যে পড়তে পারি। আমরা আরও দেখতে পাবো যে যখন শাখাটি (আমরা) যখন মূল গাছের সাথে সংযুক্ত থাকে না, তখন শাখাটি বৃদ্ধি পায় না বা জীবন উৎপাদন করে না।

আমরা চাই যেন তুমি তোমার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ডিভোশনে এটি ব্যবহার করো।

ফ্রান্সিস কিশোর

১ম দিন

আসল আঙ্গুর গাছ

বাইবেলের অংশঃ যোহন ১৫ঃ১ *‘আমিই আসল আঙ্গুর গাছ আর আমার পিতা মালী।’*

আরো পড়োঃ যোহন ১৫ঃ১-১১

আমি খুব সকালে তাড়াহুড়া করে মাইকের সাথে রওনা হলাম। আমরা নিউজিল্যাণ্ডের একটি আঙ্গুর বাগান দেখতে যাচ্ছি। নিউজিল্যাণ্ড দুগ্ধ জাতীয় পণ্য, ভেড়া, মধু ও আঙ্গুর উৎপাদনে বিখ্যাত। মাইলের পর মাইল প্রচুর খামার রয়েছে। আজ মাইক আমাকে এমনই একটি খামার দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে। এক ঘন্টা গাড়ি চালিয়ে তিনি আমাকে একটি খামারে নিয়ে এলেন, যেটি তার বন্ধু মিঃ টমের খামার। খুবই চমৎকার খামার, চারিদিকে শুধু আঙ্গুর আর আঙ্গুর। আমি পাগলের মত হয়ে গেলাম, এর আগে আমি আঙ্গুরের খামার দেখি নি, চারিদিকে শুধু থোকায় থোকায় আঙ্গুর ঝুলে আছে।

কি দারুন সেই দৃশ্য, দেখে আমার চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছিল! আমি জানতে চাইলাম ‘এক ডালে এত আঙ্গুর হয় কিভাবে?’ মাইক বললেন, ‘আসলে আঙ্গুর গাছের মুল বিষয়টি হচ্ছে মাঝের ঐ কাণ্ড বা মুল গাছটি। **যাকে দাক্ষালতাও বলে**’ তিনি আরো বললেন, ‘ফ্রান্সিস, তুমি দেখবে, যে কোন সভা-সমিতিতে মাঝের চেয়ারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ! প্রধান ব্যক্তিই সেই চেয়ারে বসেন। তুমি জানো কেন?’ আমি বললাম ‘কেন?’ ‘কারণ তিনি প্রধান!’ মাইক উত্তরে বললেন!

“ঐ দ্রাক্ষালতা সব ডাল-পালা বা শাখা-প্রশাখাগুলোকে ফল ধরতে সাহায্য করে। প্রধান বিষয় হচ্ছে ঐ দ্রাক্ষালতা বা মুল গাছ, যা ডালপালাগুলিতে পুষ্টি এবং অক্সিজেনের মতো গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলি সরবরাহ করে, যাতে শাখা-প্রশাখাগুলি জীবিত থাকে এবং ফল উৎপাদন করতে পারে। দ্রাক্ষালতা বা গাছটিই হচ্ছে ডালপালাগুলির শক্তির উৎস।” আমি মাথা নেড়ে বুঝতে পারছি বুঝালাম ।

আসলে আমি আগে এ সম্পর্কে তেমন কিছুই জানতাম না। আমি বললাম ‘মাইক আমি আরো জানতে চাই!’

মাইক বললেন, ‘মিঃ টম একজন কৃষক বা মালী যিনি খুবই পরিশ্রমী। তিনি সব সময়ই মরা ডাল কাটেন এবং যে ডালগুলিতে ফল ধরে তা ছাঁটেন যেন ভাল ফল উৎপন্ন করে এবং প্রচুর ফল থাকে। যখন আঙ্গুর ক্ষেত সুস্থ থাকে, তখন প্রচুর বৃদ্ধি হয়, যার মানে প্রচুর আঙ্গুর জন্মায়।’

এরপর মাইক আমাকে গাড়িতে চড়িয়ে পাশের আর একটি বাগানে নিয়ে গেলেন, কালকে আমি সে বিষয়ে বলবো। *(বাকি অংশ পরের দিন)*

যোহন ১৫ঃ১-১১ পদ পড়ার সাথে সাথে আমরা যীশুর সাথে বিশ্বাসীদের সম্পর্ক বিষয়ে শিখতে পারি, যা সত্যিই খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই পদগুলিতে, যীশু নিজেকে একটি (আসল আঙ্গুরগাছ) দ্রাক্ষালতা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। আঙ্গুর গাছের সাথে ডালপালা কীভাবে যুক্ত থাকে সে সম্পর্কে মাইক আমাকে বলেছিলেন। দ্রাক্ষালতা ডালপালাগুলিকে পুষ্টি এবং অক্সিজেন দিয়ে থাকে, যা ডালপালাকে জীবন ও শক্তি জোগায়। যীশু হচ্ছেন আমাদের জীবনের প্রধান শক্তি। তাইতো তিনি বলেছেন ‘আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পারো না।’ তিনি সমস্ত বিশ্বাসীদের (ডালপালা) জন্য জীবন ও শক্তির উৎস।

আসল গাছ বা মুল ছাড়া শাখা-প্রশাখা বা ডালপালা কিছুই করতে পারে না। তেমনি ভাবে যীশুকে ছাড়া, আমরা কিছুই করতে পারি না।

আলোচনার জন্য প্রশ্নঃ

১. বাইবেলে শাখাপ্রশাখা বা ডালপালা বলতে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে? তাহলে দ্রাক্ষালতা বা আসল গাছ কে?
২. কীভাবে তুমি যীশুর সাথে **সংযুক্ত** থাকতে পারো?

এখানকার মুল শব্দটি লক্ষ্য করো

সংযুক্ত থাকা ঃ লেগে থাকা বা ভিতরে থাকা

যীশুর সাথে সহভাগীতায় থাকা যেন তাঁর মাধ্যমে আমাদের জীবন ফলবান হতে পারে।

৪র্থ দিন

দূর্বল ও অকেজো

বাইবেলের অংশঃ যোহন ১৫ঃ৪ '*আমার মধ্যে থাক আর আমিও তোমাদের অন্তরে থাকব। আঙ্গুর গাছে সংযুক্ত না থাকলে যেমন ডাল নিজে নিজে ফল ধরাতে পারে না, তেমনি আমার মধ্যে না থাকলে তোমরাও নিজে নিজে ফল ধরাতে পার না।*'

আরো পড়োঃ কলসিয় ১ঃ২৩পদ

সেখানে আমি, বাগান দেখে আশ্চর্য হলাম, প্রথম বাগানে প্রচুর আঙ্গুর থোকায় থোকায় দেখলেও এখানে আঙ্গুরগুলি সম্পূর্ণ আলাদা, এবং অধিকাংশ ডালেই আঙ্গুর খুবই কম। ডালগুলিও শুকনা, মরা। আমি আগ্রহের সাথে মাইককে জিঙ্গাসা করলাম 'এখানকার ডালপালাগুলি শুকনা আর বেশি একটা আঙ্গুর নেই কেন?' মাইক বললেন 'এখানকার ডালপালাগুলি এতটাই এলোমেলো ভাবে বেড়েছে, যা সঠিক ভাবে মুল গাছ থেকে পুষ্টি ও শক্তি নেয় নি। আর দিনের পর দিন তারা এভাবে পুষ্টির অভাবে দূর্বল হয়ে পড়ায় কোন ফল উৎপন্ন করতে পারে নি, যা-ও কিছু আছে তা দূর্বল।'
আমি জানতে চাইলাম 'আচ্ছা মাইক, এই ডালগুলি কি আর কখনো ফল দেবে না?' 'না, কারণ ডাল নিজের থেকে ফল উৎপন্ন করতে পারে না। তাকে অবশ্যই খুব ভাল ভাবে আসল গাছের সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে। তা না হলে তারা দূর্বল ও অকেজো। আর ঐ দেখ আমার বন্ধু টম বাগানের পাশেই টিনের ছাউনি দিয়ে পোড়াবার জন্য কাটা ডালগুলিকে রেখে দিয়েছে। দূর্বল ও অকেজো ডালগুলি শুধুমাত্র একটা কাজেই লাগে আর তা হচ্ছে আগুনে পোড়ানো, ফল দেবার জন্য নয়। ডাল নিজে কিছুই করতে পারে না, তাকে আসল গাছের সাথে সংযুক্ত থেকেই তা করতে সক্ষম হয়ে উঠতে হয়।'

যীশু যোহন ১৫ঃ৪ পদে আমাদেরকে বলেছেন যে, আমাদের অবশ্যই তাঁর মধ্যে থাকতে হবে (তাঁর সাথে সংযুক্ত), ঠিক যেভাবে ঐ ডালগুলি আসল গাছের সাথে যুক্ত থাকে। গাছের সাথে যুক্ত থাকার কারণে ডাল প্রাকৃতিক ভাবেই ফল উৎপন্ন করে। ঠিক তেমনি, যীশুর সাথে সংযুক্ত

না থাকলে আমরাও ফল উৎপন্ন করতে পারি না। একটি ডাল যেভাবে দূর্বল ও অকেজো, আমরাও সেভাবে দূর্বল ও অকেজো হয়ে পড়ি।

তুমি কি কখনো যীশুর জন্য তাঁর সাহায্য ছাড়া কোন কিছু করার চেষ্টা করেছো? আমার জীবনে এমন সময় এসেছে যখন আমি নিজেই নিজের রাগ, বিরক্তি, হতাশা, হিংসা, অন্যকে ক্ষমা করার ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু পরিশেষে তিক্ত বিরক্ত হয়ে পড়েছি। কোন কোন সময় মনে হয়েছে, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। আমি আর পারছি না, সব কিছুই যেন আমার সহ্যের অতিরিক্ত। আমি নিজে নিজে চেষ্টা করেছি এবং ব্যর্থ হয়েছি। বরং যখনই আমি সেই সমস্যাটি যীশুর কাছে নিয়ে এসেছি, এবং তাঁর সাহায্য চেয়েছি, সমস্ত সমস্যার চেয়ে বরং তাঁর উপর নির্ভর করেছি তখন আমি অন্তরে আনন্দবোধ করেছি এবং বিশ্রাম পেয়েছি। তিনি সত্যিই সাহায্য করেন এবং যে কোন পরিস্থিতিতে আমাদেরকে শক্তি যোগান। আমার একটি প্রিয় পদ আছে আর তা হচ্ছে 'যিনি আমাকে শক্তি দেন, তার সাহায্যে আমি সবই করতে পারি।' ফিলিপীয় ৪ঃ১৩

আলোচনার জন্য প্রশ্নঃ

১. তুমি কি কখনো নিজে থেকে কোন চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করার চেষ্টা করেছো? সেটি কি ছিল এবং ফলাফলই বা কি ছিল?
২. যীশুর সাথে কোন কোন উপায়ে তুমি সংযুক্ত থাকতে পারো?
৩. তুমি যেভাবে যে কোন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করো সেখানে কি অন্যেরা যীশুকে দেখতে পায়?

এখানকার মুল শব্দগুলি লক্ষ্য করো

দূর্বলঃ শক্তি বা সামর্থ্যের অভাব

অকেজোঃ কোন উদ্দেশ্য বা ব্যবহার না থাকা

৩য় দিন

ডালপালার যত্ন নেওয়া

বাইবেলের অংশঃ যোহন ১৫ঃ২ *'আমার যে সব ডালে ফল ধরে না সেগুলো তিনি কেটে ফেলেন, আর যে সব ডালে ফল ধরে সেগুলো তিনি ছেঁটে পরিষ্কার করেন, যেন আরও অনেক ফল ধরতে পারে।'*

আরো পড়োঃ রোমীয় ৮ঃ২৮ ও ৩২ পদ

এরপর মাইক আমাকে নিয়ে তার বন্ধু টমের থাকবার ঘরের দিকে নিয়ে চললেন। সেখানে পৌছে আমরা দেখতে পেলাম মিঃ টম হাতে একটি কাইচি নিয়ে বাগানের দিকে যাচ্ছেন। আমাদেরকে তিনি বললেন, 'আমি বাগানে কাজ করতে যাচ্ছি, চাইলে তোমরা আমার সাথে যেতে পারো। আমি বললাম 'টম ভাই, আপনি কত বছর এই কাজ করছেন?' **'বহু বছর'** তিনি উত্তর দিলেন। টম আমাদেরকে সেই প্রথম বাগান যেখানে প্রচুর আঙ্গুর হয়েছে সেখানে নিয়ে গেলেন। কোন কিছু না বলেই তিনি সেই আঙ্গুর গাছের ডালপালা কাটতে শুরু করলেন। আমি তো হতবাক। কী করছেন টম ভাই? টম হাসছেন, বললেন 'আমি চাই এই ডালগুলিতে আরও বেশি বেশি ফল ধরুক।

ফল ধরে এমন ডালগুলি যখন আমি কাটি তখন এটি আরো শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং পরবর্তীতে প্রচুর ফল দেয়। এটিকে কাটা বলে না, কিন্তু আমাদের ভাষায় আমরা এটিকে **ছাঁটা** বলি।' আমার সত্যিই খুব মন খারাপ হলো, এভাবে তিনি ডালগুলি না কাটলেও পারতেন। তিনি বললেন 'দেখ ফ্রান্সিস, কোন ডালটা ছাঁটতে হবে তা আমি খুবই ভালভাবে জানি, এবং ছাঁটবার সময় আমি খুবই সতর্ক থাকি। ডালের কোন কোন অংশ বিভিন্ন ধরণের রোগে আক্রান্ত থাকে আর আমি চেষ্টা করি সেই খারাপ অংশটি কেটে ফেলতে, যেন ঐ ডালটি সুস্থ-সবল থাকতে পারে। আর এই কাজ করতে করতে যখন আমি এমন কোন ডাল পাই যে শুকিয়ে যাচ্ছে এবং কোন ফল দিচ্ছে না, সেটি আমি একেবারেই কেটে বাদ দিয়ে আগুনে পুড়িয়ে ফেলি। আর এভাবেই আমি বছরের পর বছর একটি বাগান থেকে প্রচুর আঙ্গুর ফল উৎপন্ন করে থাকি।'

যোহন ১৫ঃ১-২ পদে, যীশু আঙ্গুর বাগানের মালী সম্পর্কে বলেছেন। মালী হচ্ছে ঈশ্বর। তিনি বাবা হিসাবে আমাদেরকে সত্যিই ভালবাসেন; তিনি চান যেন সন্তান হিসাবে আমরা সেরাটা করতে বা সেরা হয়ে উঠি। আমাদের জীবনে সামান্য ফল, বা আমরা দূর্বল থাকি তা তিনি চান না, বরং তিনি চান যেন আমরা প্রচুর ফলে ফলবান হয়ে উঠি। তাই যে সমস্ত বিষয় আমাদেরকে খ্রিস্টিয়ান হিসাবে দূর্বল করে রাখে তিনি সেই সমস্ত বিষয়গুলি (অভ্যাস, কাজ, আচরণ, বন্ধু-বান্ধব) সাবধানে ছেঁটে বাদ দেন। কোন কোন সময় আমাদের জীবনের কোন কোন ভাল বিষয়গুলিও তিনি কেটে বাদ দিয়ে দেন, কারণ তিনি জানেন যে ডালটি কাটলে আমাদের জীবন কোন না কোন এক ভাবে আরো শক্তিশালী হয়ে উঠবে। তাই এটি মনে হতে পারে যে
কেন তিনি এই ভাল বিষয়টি আমার জীবন থেকে বাদ দিলেন, কিন্তু তিনি আমাদের সর্বোচ্চ মঙ্গলের জন্যই তা করেছেন। এ রকম পরিস্থিতিতে আমাদের ঈশ্বরের (মালী) উপর আস্থা রাখতে হবে এবং তাঁকে আমাদের জীবনে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে।

আলোচনার জন্য প্রশ্নঃ

১. কেন একজন আঙ্গুর চাষী (মালী) একটি সুস্থ গাছের ডালপালা ছাঁটাই করেন?
২. তুমি কি ঈশ্বরকে তোমার জীবনের দূর্বল (শুকনা বা ফলহীণ) ডালগুলিকে ছেঁটে ফেলার সুযোগ দিচ্ছ, কিভাবে?

এখানকার মুল শব্দটি লক্ষ্য করো

ফল ধরাঃ আমি যীশুতে থাকি বলে আমার জীবন থেকে ভালো ফল (গুন-আচরণ) পাওয়া যায়

৪র্থ দিন

আসল নাকি নকল

বাইবেলের অংশঃ হিতোপদেশ ১৫ঃ১ *‘আমিই আসল আঙ্গুর গাছ . . .’*

আরো পড়োঃ প্রেরিত ১৭ঃ২৮ পদ

টম আমাকে বললেন, ‘ফ্রান্সিস তোমার দেশে কি আঙ্গুর গাছ আছে?’ আমি বললাম ‘না’, ‘তাহলে তো তোমার আঙ্গুর বাগান সম্পর্কে বেশি ধারণা নেই?’ আমি বললাম ‘ঠিক তাই!’ এরপর তিনি আমাকে যা বললেন তা সত্যিই অবাক হওয়ার মত বিষয়।
‘এই বাগানটি আমি তৈরী করি নি, এটি আমার ঠাকুরদার হাতের তৈরী। একটি আঙ্গুর গাছ ৩০ থেকে ১০০ বছর বেঁচে থাকে। আমরা ডালপালা ছাঁটাই করি, কিন্তু কোন ভাবেই আসল গাছ নষ্ট হতে দিই না, এটি **স্থায়ী,** এর কাজই হচ্ছে লক্ষ লক্ষ আঙ্গুর উৎপাদনে শাখাগুলিকে পুষ্টি ও শক্তি যোগানো। তবে এখানে একটি ভিন্নতা আছে, দেখ আমার দাদা পরিকল্পনা করে সারিবদ্ধ ভাবে এই বাগানের প্রতিটি গাছ রোপন করেছিলেন, কিন্তু কোন কোন গাছ জঙ্গলে আলাদা ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যা এই বাগানের অংশ না। তাই সেই সমস্ত গাছগুলিতে যে ফল জন্মায় তা প্রত্যাশা অনুসারে ফল বহন করতে অক্ষম। ফলে আমরা সেই সমস্ত জংলী গাছগুলিকে কেটে ফেলি। বাগানের মধ্যে রোপীত সকল গাছগুলির প্রতি রয়েছে আমাদের পুরো মনোযোগ। আমার দাদা করেছেন, আমার বাবাও করেছেন এবং এখন আমি এগুলির যত্ন করছি।

বাইবেলের পুরাতন নিয়মে আঙ্গুর গাছ বলতে ইস্রায়েল জাতিকে বোঝানো হয়েছে (গীতসংহিতা ৮০ঃ৮, যিশাইয় ৫ঃ১-৭)। কিন্তু বাইবেল একথাও বলে যে, তারা জীবন্ত ঈশ্বরের সাথে সংযুক্ত থেকে আসল ফল উৎপাদন করে অন্যদেরকে উপকার করতে ব্যর্থ হয়েছে (যিরমিয় ২ঃ২১, যিহিস্কেল ১৯ঃ১০-১৪, যিশাইয় ৫ঃ১-৭)। সেই বিপথগামী ইস্রায়েলকে যীশু বললেন ‘আমিই আসল আঙ্গুর গাছ’, এর অর্থ তিনি বোঝাতে চেয়েছেন তাঁর মধ্য দিয়েই বিশ্বাসীদের জীবনে পুষ্টি ও শক্তি আসে, তিনিই আমাদেরকে ফল উৎপাদন করতে সামর্থ্য দেন।

যীশু বললেন ‘আমিই আসল আঙ্গুর গাছ’ এর অর্থ নকল আঙ্গুর গাছও আছে। তখনকার দিনে ইস্রায়েলীয়রা জীবনের উৎস ঈশ্বরের কাছ থেকে তারা মনোযোগ হারিয়েছে।

যিরমিয় ২ঃ১৩ পদে ঈশ্বর বলছেন *‘জীবনদায়ী পানীর ফোয়ারা যে আমি (স্থায়ী), সেই আমাকেই তারা ত্যাগ করেছে, আর নিজেদের জন্য এমন পানি রাখবার জায়গা তৈরী করেছে যা ভাংগা (অস্থায়ী-নকল), যাতে পানি ধরে রাখা যায় না।’*

আজকের দিনে প্রধান বা আসল গাছ যীশুর চেয়ে অন্য কোন কিছু যদি আমাদের শক্তি/সামর্থ্য, সময়, মনোযোগ, চিন্তায় বেশি জায়গা করে নেয় তবে সেটি আমাদের এক ধরণের আরাধনা (যেমন, প্রসাধনী, ইন্টারনেট, সামাজিক মাধ্যম, ভুল বন্ধুত্ব ইত্যাদি)। আমরা নকল পুষ্টি ও শক্তির উপর নির্ভর করছি। যা আমাদেরকে দূর্বল করে ও সঠিক ফল উৎপাদনে বাধা তৈরী করে। নিশ্চয় তোমার মনে আছে, আসল আঙ্গুর গাছ যীশু তা মিঃ টমের ভাষ্যমতে **অপরিবর্তীত**। অভ্যাসটা অল্প বা ছোট করে শুরু হয়, কিন্তু দিনের পর দিন আমরা সেই অভ্যাসে বন্দি হয়ে পড়ি, এবং জীবনদায়ী শক্তির উৎস থেকে মুখ সরিয়ে দূর্বল বিষয়গুলির চর্চা করতে থাকি।

আলোচনার জন্য প্রশ্নঃ

১. তোমার জীবনের ফল দেখে কি বোঝা যায় যে তুমি আসল আঙ্গুর গাছ যীশুর সাথে সংযুক্ত আছো?
২. সারাদিনের কার্যতালিকার মধ্যে কোন বিষয়/অভ্যাস তোমার বেশি সময় নিয়ে নিচ্ছে? তা কি তোমাকে ভাল ফল উৎপন্ন করতে সাহায্য করছে?
৩. আমাদের জীবন ও আত্মিক ফলের উৎস পৃথিবীর কোনো বিষয় থেকে আসে না; বরং তা যীশুর মধ্য থেকে আসে, তুমি কীভাবে যীশুর সাথে আরো শক্তিশালী ভাবে সংযুক্ত হবে?

এখানকার মুল শব্দগুলি লক্ষ্য করো

স্থায়ী ঃ মৌলিক বা কোন পরিবর্তন ছাড়া যীশু আমাদের জীবনের স্থায়ী উৎস

নকল ঃ যা সত্যি না কিন্তু আসল হিসাবে চলছে/ প্রতিনিধিত্ব করছে

৫ম দিন

অন্যের উপকার

বাইবেলের অংশঃ হিতোপদেশ ১০ঃ২১ *‘ঈশ্বরের লোকেরা অনেককে (লালন-পালন) উপকার করে।’*

আরো পড়োঃ ইব্রিয় ১৩ঃ১৫ পদ

আমি টমকে জিঙ্গাসা করলাম, ‘টম ভাই বাগান থেকে যে আঙ্গুর পান তা দিয়ে আপনি কী করেন?’ টম বললেন ‘অন্যদেরকে খাওয়াই!’ আমি এই আঙ্গুর উৎপাদন করি যেন তা অন্যেরা খেতে পারে, অন্যদের খাবারের চাহিদা মেটে। যদি আমি এই ফলের সঠিক যত্ন না নিই, যেমন ছাঁটাই করা, সার দেওয়া, পানি দেওয়া, মাচা তৈরি করা ইত্যাদি, তবে ভালো ফল উৎপন্ন হবে না। আঙ্গুরের ভালো ফলন হতে সময় লাগে। একটি ভালো ফসল দ্রুত আসে না।’

খ্রিস্টিয়ান হিসাবে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, গাছের ডালগুলি নিজে নিজের ফল খায় না; অন্যেরা তার ফল উপভোগ করে। তার মানে হচ্ছে, আমরা নিজেদের খুশির বা মজার জন্য ফল উৎপাদন করছি না, বরং অন্যদেরকে সেবা করার জন্যই আমাদের জীবনের ভালো আচরণ, ভালো অভ্যাস, চিন্তা কাজে লাগাচ্ছি। আমাদের এমন ধরণের মানুষ হওয়া দরকার যেন আমাদের আচরণ, কথা, কাজ বা চিন্তার দ্বারা অন্যেরা উপকার পায়। বাইবেল বলে, ‘ধার্মিকের বা যীশুর লোকদের মুখ অনেককে লালন-পালন করে বা খাওয়ায় (উপকার) করে।’ হিতোপদেশ ১০ঃ২১।

মানুষ আমাদের জীবনে যীশুকে এভাবেই দেখতে পাবে। অন্যেরা আমাদের জীবন থেকে আসা ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি, ধৈর্য্য, খাঁটি স্বভাব ইত্যাদি দেখে এবং তার সুবিধা পেয়ে বুঝতে পারবে যে পবিত্র আত্মা কীভাবে আমাদের জীবনে কাজ করছেন এবং তাদের জীবনেও সেই একই কাজ করতে পারেন।

ঈশ্বরের বাক্য, বাইবেলে বিভিন্ন ধরণের আত্মিক ফলের কথা বলা হয়েছে। আমরা ফলবান হই যখন আমরা যীশুর কাছে অন্যদেরকে নিয়ে আসি বা যীশুর সাথে অন্যদেরকে পরিচয় করিয়ে দিই (রোমীয় ১ঃ১৩)। আমরা যখন প্রতিদিনের জীবনে সকল প্রকার খারাপ অভ্যাস ও কাজগুলিকে যীশুর সাহায্যে দূরে রেখে তাঁর ইচ্ছানুসারে বেড়ে উঠি, তখন আমরা ফলবান হই (রোমীয় ৬ঃ২২)। যখন আমরা আমাদের জীবন যীশুর জন্য পুরোপুরি উৎসর্গ করি

তখন আমরা ফলবান হই (রোমীয় ১৫:২৮)। গালাতীয় ৫ঃ২২-২৩ পদ আমাদেরকে 'আত্মার ফল' সম্পর্কে বলে। ঈশ্বর আমাদের জীবনে এই সব ফল দেখতে চান, কারণ এটি অন্যদেরকে উপকার করে এবং ঈশ্বরকে গৌরব দেয়। আর যখন লোকেরা আমাদের জীবনে এই রকম গুন-আচরণ, অভ্যাস, চিন্তা ও কাজ **দেখে** তখন তারাও সেগুলি পেতে **আগ্রহী** হয়ে উঠে। আর তাই, আমরা যীশুর কাছে আমাদের জীবন সমর্পণ করার মাধ্যমে এরকম ফলবান জীবন যাপন করতে পারি, যা অন্যেরা খেতে পারে (যার সুবিধা অন্যেরা পাবে)।

আলোচনার জন্য প্রশ্নঃ

১. গালাতীয় ৫ঃ২২-২৩ পদ পড়ো আর সেখানে আত্মার কী কী ফলের কথা উল্লেখ রয়েছে তা খুঁজে বের করো।
২. তোমার মুখের কথা, চিন্তা, কাজ ও আচরণ কি অন্যদের কাছে **উৎসাহজনক**? (বিশেষ করে পরিবারে তোমার কাছের মানুষদের কাছে)
৩. অন্যেরা কি তোমার জীবন দেখে এমন জীবন পেতে আগ্রহী হয়? যদি না হয়, তবে কোন বিষয়টি জীবনে পরিবর্তন করতে হবে?

এখানকার মুল শব্দগুলি লক্ষ্য করো

দেখা ঃ এটি দৃশ্যমান - চোখে দেখতে পাওয়া বা সুবিধা পাওয়া

আগ্রহী ঃ একটি তীব্র আকাঙ্ক্ষা, যেভাবে পানি পান করার জন্য তৃষ্ণা পায়

উৎসাহজনক ঃ সাহায্য করা

৬ষ্ট দিন

তুমি কোন ধরণের?

বাইবেলের অংশঃ যোহন ১৫ঃ৮ *‘যদি তোমাদের জীবনে প্রচুর ফল ধরে এবং এইভাবে তোমরা নিজেদের আমার শিষ্য বলে প্রমাণ কর তবে আমার পিতার গৌরব হবে।’*

আরো পড়োঃ যোহন ১৫ঃ৫–৬ পদ

টম ভাই একজন ভাল খ্রিস্টিয়ান এবং তিনি আমার সাথে থাকা মাইককে জিঙ্গাসা করলেন, ‘আচ্ছা মাইক, তুমি কি খ্রিস্টিয়ান?’ মাইক হেসে বললেন ‘বন্ধু, আমি নিয়মিত গীর্জায় যাই সেই ছোট বেলা থেকে, তা কি প্রমাণ করে না যে আমি খ্রিস্টিয়ান?’

টম ভাই বললেন, মাইক তোমার অভ্যাস সত্যিই খুব ভালো, তবে মনে হয়, যোহন ১৫ঃ১–১২পদ তোমার আরো ভালভাবে পড়া উচিত।’ তিনি মাইককে আরো বললেন, ‘শোন মাইক, যীশু আসল গাছ বা দ্রাক্ষালতা আর আমরা ডালপালা। আমাদের ডালে তখনই ফল ধরে যখন আমরা আসল গাছ–যীশুর সাথে সংযুক্ত হই। তুমি ছোট বেলা থেকে গীর্জায় যাও কিন্তু যীশুর সাথে তুমি সংযুক্ত কী না সে বিষয়ে তো তুমি নিশ্চিত নও, তাই নয় কি?’ মাইক বললেন ‘হ্যাঁ বন্ধু, আমি অনেক বাইবেলের পদ মুখস্ত বলতে পারি, অনেক গল্পও জানি, এমনকি আমি নিয়মিত ভাবে গীর্জার সব কাজে যোগ দিই, কিন্তু তুমি যেভাবে আমাকে বললে তাতে আমি বুঝতে পারলাম যে, যীশুর সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।’ মাইক বুঝতে পারলেন যে, যীশুকে তার মুক্তিদাতা হিসাবে গ্রহণ করা দরকার। আর সেখানে দাড়িয়েই মাইক ছোট্ট প্রার্থনার মাধ্যমে যীশুকে তার জীবনে আসতে অনুরোধ জানালো। আর যীশুর কাছে তার জীবন সমর্পণ করার মাধ্যমে মাইক আসল আঙ্গুর গাছের সাথে স্পষ্টভাবে সংযুক্ত হলো।

- তুমি কি যীশুর কাছে তোমার জীবন সমর্পণ করার মাধ্যমে তাঁর সাথে সংযুক্ত হয়েছো?
- তোমার সাথে যীশুর কি ব্যক্তিগত ভাবে সম্পর্ক আছে?
- তোমার ডালে (জীবনে) কি ফল দেখা যাচ্ছে?

এই প্রশ্নগুলি নিয়ে চিন্তা করো। আর যখনই তুমি এই প্রশ্নগুলি নিয়ে ভাবছো তখন মনেরেখ যে, যীশুকে ছাড়া আমরা কোন ভাবেই ফলবান জীবন যাপন করতে পারি না। যীশুকে আমাদের জীবনে প্রয়োজন, প্রতিদিন। আর যখন তোমার জীবন ফলবান হয়, তখন তা লোকদেরকে যীশুর কাছে টেনে নিয়ে আসে, লোকেরা যীশুর জন্য আরো আর্কষীত হয়; এবং এর মাধ্যমে ঈশ্বরের গৌরব হয়। বাইবেল বলে, *‘যদি তোমাদের জীবনে প্রচুর ফল ধরে এবং এই ভাবে তোমরা নিজেদের আমার শিষ্য বলে প্রমাণ কর তবে আমার পিতার গৌরব হবে।’* যোহন ১৫ঃ৮

আলোচনার জন্য প্রশ্নঃ

১. তাহলে, তুমি কোন ধরনের ডালপালা বা শাখা?
২. যীশুর সাথে সংযুক্ত থাকলে যে পুরস্কার পাওয়া যাবে তা খুঁজে পেতে যোহন ১৫ঃ৭ ও গীতসংহিতা ৩৭ঃ৪ পদ পড়ো।
৩. যারা আসল আঙ্গুর গাছ – যীশুর সাথে সংযুক্ত নয় তাদেরকে তুমি কীভাবে সাহায্য করবে?

চিন্তা করো

তুমি যদি আসল আঙ্গুল গাছের সাথে সংযুক্ত থাকো তবে তুমি তোমার জীবনের ফলগুলি দেখতে পাবে। তুমি কি এই ফল/গুন অন্যদের খাওয়াচ্ছো? আর এখনও যদি তুমি আঙ্গুর গাছের মধ্যে স্থায়ী ভাবে সংযুক্ত না হয়ে থাকো তবে তোমার করণীয় কি? যারা যীশুর মধ্যে নেই তাদের জন্য এই সপ্তাহে প্রার্থনা করো। তুমি যা কিছু করো তাতে যীশুকে প্রথমে রাখ, কারণ যীশু ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারি না।

‘পিতা যেমন আমাকে ভালবেসেছেন আমিও
তেমনি তোমাদের ভালবেসেছি। আমার ভালবাসার মধ্যে থাক।’
যোহন ১৫ঃ৯

www.bijoyministriesintl.org
facebook.com/bijoyministries